দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 14 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

36

শিক্ষানীতি প্রণয়ন চূড়ান্ত ॥ ২৬ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ

মাসুদ কামাল

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজ এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। সব ক'টি উপকমিটিই তাদের রিপোর্ট পেশ করেছে। এখন চলছে সম্পাদনার কাজ। আগামী ২৬ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করা হবে।

যুগোপযোগী একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য '৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে সরকার শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করে। সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক শামসুল হকের নেতৃত্বে গঠিত এ কমিটি এক বছরের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নে সক্ষম হয়েছে। অধ্যাপক শামসুল হকের সঙ্গে সোমবার যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান– এ মাসের ২৬ তারিখে প্রস্তাবিত পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতিটি তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করবেন। তিনি জানা, ইতোমধ্যেই ১৯টি উপকমিটির সবাই তাদের রিপোর্ট পেশ করেছে। এডিটোরিয়াল বোর্ডের কাজ এখন চলছে। চলতি সপ্তাহের মধ্যে সে কাজও শেষ হয়ে যাবে।

বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, প্রণিতব্য এ শিক্ষানীতিতে তিন স্তর বিশিষ্ট শিক্ষা পদ্ধতির সুপারিশ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িকতা, নারীপুরুষের বৈষম্য বিলোপের, চেতনাকে উর্ধে তুলে ধরার বিষয়সমূহ প্রাধান্য পেয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থার বৈষম্যের নিরসনকল্পে প্রস্তাব করা হয়েছে একই ধারার শিক্ষার কথা। অধ্যাপক শামসুল হক বলেছেন– স্কুল, মাদ্রাসা কিংবা কিন্ডারগার্টেনের জন্য আমরা অভিন্ন পাঠ্যক্রমের সুপারিশ করেছি।

জানা গেছে, তিন স্তর বিশিষ্ট শিক্ষা পদ্ধতির প্রাথমিক স্তর হবে আট বছর মেয়াদী। বর্তমানের পঞ্চম শ্রেণীর পরিবর্তে প্রাথমিক শিক্ষা হিসাবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিবেচনা করা হবে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এই প্রাথমিক শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক। স্কুল, মাদ্রাসা বা কিন্ডারগার্টেনে প্রাথমিক শিক্ষা হবে অভিন্ন সিলেবাসের। দ্বিতীয় স্তর হবে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। এই মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে এসে পাঠ্যক্রম চারটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা এবং ইংরেজী মাধ্যমের শিক্ষা। এ থেকেই ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের পছন্দের বিভাগটি বেছে নেবে। তৃতীয় স্তরে রয়েছে উচ্চশিক্ষা। এ পর্যায়ে ডিগ্রী পাস কোর্সকে করা হয়েছে তিনবছর মেয়াদী, আর অনার্স চার বছর মেয়াদী। মাস্টার্সের জন্য পাসকোর্সের শিক্ষার্থীকে আরও দু'বছর এবং অনার্সের জন্য আরও একবছর পড়তে হবে। উচ্চতর স্তরে থাকবে কেবল পিএইচডি, এমফিল রাখা হবে না। প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে– উচ্চ শিক্ষা হবে কেবল মেধাবীদের জন্য। যারা শিক্ষকতা কিংবা গবেষণা করবে তারাই উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে। তৃতীয় শ্রেণীতে পাস করা কেউ শিক্ষকতায় আসতে পারবে না।

শিক্ষানীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, কুদরত-ই-খুদা শিক্ষানীতির আলোকেই যুগোপযোগী করে এ নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান– প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তরের পর প্রস্তাবিত নীতিটি জাতীয় সংসদে উথাপন করা হবে। সেখানে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পরই তা গ্রহণ করা হবে।